📋 সেশন শিরোনাম: নেতা ও নেতৃত্ব

সেশন উদ্দেশ্য

সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- নেতা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- নেতৃত্বের ধরণ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভাল নেতৃত্বের গুণাবলী ও নেতুত্ব বিকাশের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

⏱ **সময়কাল:** ১ ঘন্টা (৬০ মিনিট)

পদ্ধতি ও কৌশল

পোস্টার প্রদর্শন, রোল প্লে, মস্তিষ্ক ঝড়, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা।

📑 প্রয়োজনীয় উপকরণ

- লিখিত পোস্টার, মাসকিং টেপ,
- ফ্লিপচার্ট, মার্কার

যেভাবে সেশন পরিচালনা করতে হবে

ধাপ-১: নেতা ও নেতৃত্ব (২০ মিনিট)

শুরুতেই সহায়ক সেশনের বিষয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানাবেন এবং বলবেন এবার আমরা একটি খেলা খেলবো। অতঃপর তিনি অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন আমাদের মধ্যে কে বেশী সাহসী? অতঃপর একজনকে নির্বাচন করে রুমের বাইরে অল্প সময়ের জন্য যেতে অনুরোধ করবেন। তিনি বাইরে গেলে বৃত্তাকারে দাঁড়ানো অন্যান্যদের মধ্যে হতে একজনকে বাছাই করবেন এবং অন্যদেরকে জানাবেন এই ব্যক্তি এখন আপনাদের নেতা, তিনি যা করবেন আপনাদেরও তা করতে হবে। অর্থাৎ মাথা চুলকালে, নাকে হাত দিলে হাসলে, বসলে আপনাদেরও তাই করতে হবে। এবার বাইরে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে ভিতরে আসতে বলবেন এবং খুঁজে বের করতে বলবেন কার নির্দেশে এই দলটি পরিচালিত হচ্ছে? খুঁজে বের করতে না পারলে দলটির নেতার সহিত তার পরিচয় করে দিন এবার সবাইকে জোরে হাততালির মাধ্যমে স্ব-স্ব আসনে বসতে অনুরোধ জানাবেন। ২/৩ বার খেলাটি পরিচালনা করবেন।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাইবেন, খেলাটি তাদের কেমন লাগল? এ থেকে তারা কি জানতে পারল? এখানে যার নির্দেশে সবাই কাজ করেছে তাকে আমরা কি বলতে পারি। এবার সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে নেতা সম্পর্কে একটা ধারনা নেবার চেষ্টা করবেন। নেতা সম্পর্কে আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। অত:পর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্যের সমন্বয়ে নেতা ও নেতৃত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

নেতা হলো- সেই ব্যক্তি যিনি কাজের পথ/দিক নির্দেশনা দেয় এবং কাজের ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

এবার সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, নেতৃত্ব কী? কিংবা নেতা কী করে? প্রশ্নোত্তর আলোচনায় সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং নিচের তথ্যের ভিত্তিতে নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা দিবেন।

নেতৃত্বঃ

নেতৃত্ব একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কেউ অন্যদের আচরণ প্রভাবিত করতে পারে, দিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সরাসরি কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারে।

নেতৃত্বের আসলে কোন নির্দিষ্ট কোন কলা-কৌশল নেই, এটি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত সময়ে সক্ষমতার সাথে যথাযোগ্য পরিকল্পনা, তার পরিচালনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভর করে।

ধাপ-২: নেতৃত্বের ধরণ (২৫ মিনিট)

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, আমরা এখন একটা অভিনয় দেখবো।

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী ৩ টি দলে ভাগ করবেন। এরপর তাদেরকে দলনেতা নির্বাচন করতে বলবেন। দলনেতা নির্বাচন হলে দলনেতাদেরকে সেসন পরিচালনা কক্ষের বাইরে নিয়ে এসে সহায়ক তাদের করণীয় বুঝিয়ে দিবেন। অর্থাৎ তিনটি দলের নেতাকে তিন ধরণের নেতৃত্বের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তা বুঝিয়ে দিবেন।

ভূমিকার ধরণ হবে:

১নং দলের নেতা স্বেচ্ছাচারী/ স্বৈরাচারী নেতার ভূমিকা পালন করবে, ২নং দল দূর্বল নেতার ভূমিকা পালন করবে, ৩নং নেতা অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতার ভূমিকা পালন করবে। এই সময়ে মূল সেশন রুমে সহ-সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের জানাবেন নেতারা ফিরে আসলে আমাদের কাজ শুরু হবে। নেতাদের দায়িত্ব বন্টন হওয়ার পর সেশন রুমে এসে নিম্নলিখিত নির্দেশনা মোতাবেক নেতারা কাজটি সম্পাদন করবে।

নির্দেশনা (শুধু মাত্র নেতাদের জন্য):

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মৎস্য চাষ বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ তাদের এলাকায় করতে চান। তাদের দলকে এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করতে বলেছেন। এই প্রশিক্ষণের আয়োজন বিষয়ে দলের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তিনজন দলনেতা; নিচের তিন ধরণের নেতার চরিত্র প্রকাশ করবে।

১ম জন (স্বেচ্ছাচারী/ স্বৈরতান্ত্রিক নেতা):
নেতা সভার ভিতরে সদস্যদের ধমকা ধমকি করবে। কোন সদস্যের মতামত গ্রহণ করবে না; যদিও তারা প্রশিক্ষণের আয়োজন বিষয়ে ভালো মতামত দিতে চায়। অর্থাৎ সদস্যদের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ থাকবে না। সব সময় ভয়ে থাকবে।

২য় জন (দূর্বল নেতা):
নেতা সদস্যদের অবাধে কথা বলার বা গল্প করার সুযোগ দিবে, প্রশিক্ষণের আয়োজন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে নিজকে দূরে রাখবে। কে কোন কাজ করবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেবে না এবং নিজেও কোন কাজের দায়িত্ব নিবে না।

৩য় জন (অংশগ্রহণমূলক/ গনতান্ত্রিক নেতা):
নেতা সদস্যদের ভালভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন বিষয়ে বিভিন্ন কাজ বুঝিয়ে দেবেন এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতামতকেও গুরুত্ব দেবে। নেতা নিজেও সবার সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ দেখাবে।

অভিনয় শেষে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে এই অভিনয়টি তাদের কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর বের করার চেষ্টা করবেন।

প্রশ্নাবলী:

১. কোন নেতার আচরন তাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছে? কেন?
২. অন্য নেতাদের আচরন তাদের ভালো লাগে নাই কেন?

প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা শেষে সহায়ক, অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্যের সমন্বয়ে নেতৃত্বের প্রকারভেদ সহায়ক তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করবেন।

ধাপ-৩: নেতৃত্বের গুণাবলী (১০ মিনিট)

এতক্ষন আমরা নেতৃত্বের ধরণ সম্পর্কে জানলাম, এবার আমরা নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পর্কে জানবো। সহায়ক ফ্লিপ চার্টের মাঝামাঝি জায়গায় **নেতৃত্বের গুনাবলী** বিষয়টি লিখবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন- ভাল নেতৃত্বের জন্য কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন? অংশগ্রহণকারীদের এ বিষয়ে বলতে উৎসাহিত করবেন। অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণাবলীসমূহ নেতৃত্বের গুনাবলী লেখাটির চতুর্দিকে লিখবেন (লিখার জন্য অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে)। সহায়ক উৎসাহী অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা লেখাসমূহ পাঠ করে সকলকে শুনতে সহায়তা করবেন।

কোন গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী বাদ গেলে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সংযুক্ত করবেন। লিখিত ফ্লিপ চার্টের কাগজটি সবাই দেখতে পাবে এমন জায়গায় টানিয়ে দিবেন ও সকলকে নিজেদের মধ্যে ফ্লিপ চার্টে লিখিত যেসকল ভাল নেতৃত্বের গুনাবলীসমূহ আছে তা খুজে বের করতে বলবেন। সহায়ক বলবেন, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে কিছু কিছু নেতৃত্বের গুণাবলী আছে, আমাদের উচিত গুণাবলী গুলোর চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। নেতুত্বের বিকাশ ঘটাতে আমরা কি করতে পারি তা সহায়ক তথ্যের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের বুঝিয়ে বলবেন।

ধাপ-৪: সেশন সমাপণী (৫ মিনিট)

সহায়ক সেশনের সারমর্ম করবেন এবং ২/৩ জনকে প্রশ্ন করে সেশন থেকে তাদের শিখন যাচাই করবেন। সেশনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন এবং পরিশেষে সেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করবেন।

সহায়ক তথ্য

নেতৃত্ব:
নেতৃত্ব একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা কেউ অন্যদের আচরণ প্রভাবিত করতে পারে, দিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং সরাসরি কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারে। একটি দলের সকল সদস্যদের উৎসাহিত ও একত্রিত করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া পরিচালনা করাকে নেতৃত্ব প্রদান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

নেতৃত্বের আসলে কোন নির্দিষ্ট কোন কলা-কৌশল নেই, এটি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে, উপযুক্ত সময়ে সক্ষমতার সাথে যথাযোগ্য পরিকল্পনা, তার পরিচালনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর নির্ভর করে।

নেতৃত্বের ধরণ:

১. স্বৈরাতান্ত্রিক/খারাপ নেতা:
একজন স্বৈরাতান্ত্রিক নেতা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তার নিজের মতামতকে চাপিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে তিনি কারও সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন মনে করেন না। ইচ্ছা করলে অন্যের মতামত নিতে পারেন, আবার নাও নিতে পারেন। তিনি শুধু দেখেন তা মতামত যে কোন মূল্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি-না। এই ধরণের নেতাকে সদস্যরা শ্রদ্ধা করে না এবং নেতা সদস্যদের নিকট অপ্রিয় হয়ে থাকে এবং সদস্যগণ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন।

২. দূর্বল নেতা:
এই ধরণের নেতা সদস্যদের অবাধে কাজ করতে দেয়। কিন্তু নিজে কাজের কোন দায়িত্ব নেয় না, কিংবা কাজটি হলো কি হলো না সে ব্যাপারে আদৌ খোঁজ খবর করেন না। এক্ষেত্রে কাজের গতি থাকে নি্ন পর্যায়ে। তিনি অনেকটা ফুলবাবু টাইপের ফুর ফুরে মেজাজে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন।

৩. অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক/জনগণের নেতা:
এ ধরণের নেতা যেমন তার দায়িত্ব ও নীতিমালা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকেন, তেমনি সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি রাখেন। তিনি কাজের জন্য সদস্যদের উৎসাহিত করেন এবং কাজের অংশীদারিত্ব করেন বা সহায়তা করেন। এই ধরণের নেতার সদস্যরা কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে। সুতরাং দলীয় জীবনে বা দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণমূলক বা গণতান্ত্রিক নেতা বেশী উপযোগী।

ভাল নেতৃত্বের গুনাবলী:
- দলীয় স্বার্থ ও চাহিদার দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখা;
- দলকে সবসময় অনুপ্রেরণা প্রদান করা;
- দলকে স্বীকৃতি প্রদান করা;
- দলের অখন্ডতা বজায় রাখা;
- সকলের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করা;
- স্বচ্ছ যোগাযোগ স্থাপন করা;
- সর্বত্তোম ফলাফল আশা করা;
- সকলকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা;
- দলীয় উদ্দেশ্যকে মনে-প্রানে ধারণ করা;
- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন চিন্তা ও সমাধান খুঁজে বের করা।
- সত্যবাদিতা ও নৈতিকতা বজায় রাখা
- ঝুঁকি ও বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।
- দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা।
- দলের সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া এবং সহানুভূতির সাথে নেতৃত্ব দেয়া।

নেতৃত্বের কৌশলসমূহ:
- ⇒ **সহযোগিতামূলক কৌশল:** সিদ্ধান্তগ্রহণে দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ⇒ **প্রেরণাদায়ী নেতৃত্ব:** দলের সদস্যদের অনুপ্রাণিত করে তাদের মধ্যে উদ্যম সৃষ্টি করা।
- ⇒ **অধিকারে ভাগাভাগি:** দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে বিকল্প নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা।
- ⇒ **উদাহরণ স্থাপন:** নিজে নিয়ম মেনে চলা এবং অন্যদের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
- ⇒ **পর্যবেক্ষণ ও প্রতিফলন:** নিজ নেতৃত্ব বিশ্লেষণ করে কোথায় উন্নয়ন দরকার তা নির্ধারণ করা।